visit: www.YaNabi.in

গশ্চি হাবিবীয়া দরবার শরীফ

পরিচালিত ও বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ

- গশ্চি তৈয়্যবীয়া রহমানিয়া সুন্নিয়া হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা
- গশ্চি তৈয়্যবীয়া রহমানিয়া সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা
- আল হাবিব সুন্নিয়া ইসলামী একাডেমী
- আল হাবিব সুন্নিয়া ইসলামী রিসার্চ সেন্টার
- নায়েবে সদরুল আফাযিল (রাঃ) ইসলামী পাঠাগার

লেখকের প্রকাশিত অপর গ্রন্থ

খাছায়েছে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

নবী বংশের পবিত্রতা, মূল : হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রা.)

প্রাপ্তিস্থান

- গশ্চি হাবিবীয়া দরবার শরীফ, রাউজান, চট্টগ্রাম।
- মুহাম্মদী কুতুবখানা ● রেজভী কুতুবখানা
- আল-মদীনা লাইব্রেরী ● আরমান লাইব্রেরী
- মাকতাবাতুল মদীনা ● মাকতাবায়ে আত্তারিয়া, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- উজ্জীবন লাইব্রেরী, মোহাম্মদ পুর, ঢাকা।
- তৈয়্যবীয়া লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া সংলগ্ন।
- শাহ্‌জালাল লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা সংলগ্ন।
- ছৈয়দ লাইব্রেরী, চরণদ্বীপ রজভীয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা মার্কেট।
- নঈমীয়া লাইব্রেরী, রাঙ্গুনীয়া নূরুল উলুম ফাযিল মাদ্‌রাসা মার্কেট।
- বাগদাদ ডিজিটাল কম্পিউটার সেন্টার, নোয়াপাড়া, পথেরহাট, রাউজান।
- এস এম লাইব্রেরী, পাহাড়তলী চৌমুহনী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

পরিবেশনায়

জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স

১৫৫, আঞ্জুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

visit: www.YaNabi.in

আহলে কুরআনের ভ্রান্ত মতবাদ খন্ডনে-

অনন্য ইসলাম

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

মূল : হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (রা.)

অনুবাদক : মাওলানা মুহাম্মদ জিল্‌লুর রহমান হাবিবী

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ্

লেখক
মাওলানা মুফতী জিল্‌লুর রহমান হাবিবী
বিএ, এমএম. এম এফ, (অল ফার্স্ট ক্লাস)
সাজ্জাদানশীন- গশ্চি হাবিবীয়া দরবার শরীফ
পরিচালক- গশ্চি তৈয়্যবীয়া রহমানিয়া সুন্নিয়া হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা
প্রভাষক- চরণদ্বীপ রজভীয়া ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসা
খতীব- নোয়াপাড়া মোকামীপাড়া জামে মসজিদ
সভাপতি- গশ্চি ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) উদ্‌যাপন কমিটি
প্রতিষ্ঠাতা- নায়েবে সদরুল আফাযিল (রা.) ইসলামী পাঠাগার।
সেক্রেটারী- আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ওএসি) বাংলাদেশ।
(দক্ষিণ রাউজান উপজেলা)

প্রকাশনায় ঃ
গশ্চি হাবিবীয়া দরবার শরীফ
রাউজান, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৭৭০৬০, ০১৭২৭-৪৩৩৬২৩

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

প্রকাশনায় ঃ
গশ্চি হাবিবীয়া দরবার শরীফ
রাউজান, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৭৭০৬০, ০১৭২৭-৪৩৩৬২৩

পরিবেশনায় ঃ
জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল
আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

প্রকাশকাল ঃ
জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল
জিলক্বদ- ১৪৩৩ হিজরি
সেপ্টেম্বর- ২০১২ ইংরেজি

সর্বসত্ব-লেখক

কম্পোজ ঃ
মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দিন
০১৮১৫-৩৭৮৯৪৫

মুদ্রণে ঃ জাগরণ
আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
মোবাইল : ০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬

বিনিময় ঃ ২৫ টাকা।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয়া মেহেরবান আম্মাজান
মরহুমা আলহাজ্বা আয়েশা বেগম
ও
আমার স্নেহধন্য সৈয়্যদ ইয়ার মুহাম্মদ এর আম্মাজান
মরহুমা ছৈয়্যদা নুরুন নাহার বেগম।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহুর আলীশান দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে জান্নাতী দল তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালামের সওগাত প্রেরণ করছি বিশ্বমানবতার মূর্ত প্রতীক, সঠিক পথের দিশারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী কদমে যিনি আমাদেরকে ভ্রান্তদলসমূহ থেকে বাচার এবং সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়ে ইরশাদ করেন- "বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমর উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান্নামী আর শুধুমাত্র একটি দল জান্নাতী। আর সেই দলটি হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত"। ভ্রান্তদল গুলো যুগে যুগে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে কালের বিবর্তনে বিভিন্ন নাম ধারণ করে সঠিক ইসলাম তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে আঘাত করবে এবং সুন্নিয়তের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। এদের মধ্যে আহলে কুরআন ও আহলে হাদীস উল্লেখযোগ্য।

তাইতো এদের থেকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লামা ইকবাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

"এক উল্লু কাফী হ্যায় ওয়াইরানে গুলিস্তাঁ কেলিয়ে,
লাখো উল্লু বেয়ঠে তো আনজামে গুলিস্তাঁ কিয়া হোগা।"

অর্থাৎ ইসলাম নামক এই সত্য সুন্দর বাগানকে নষ্ট করার জন্য একটি পেঁচকই যথেষ্ট আর সে বাগানে যদি লক্ষ লক্ষ পেঁচক এসে ভর করে তাহলে সেই বাগানের কি অবস্থা হবে!

আল্লামা ইকবাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি যর্থার্থ বলেছেন, বর্তমানে আমরা সে রকম একটি নাজুক পরিস্থিতি অতিক্রম করছি। ওহাবী, নজদী, রাফেযী, খারেজী, জামাতী, শিয়া, সালাফী, আহলে কুরআন, আহলে হাদীস, হেফাজতে ইসলাম, জঙ্গীসহ বিভিন্ন দল নামে বেনামে চতুর্দিক থেকে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছে। তাই ঈমান-আক্বিদা রক্ষায় আমাদেরকে আরো অনেক বেশি সচেতন এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। আর এই প্রেক্ষাপটে বিবেকের তাড়নায় আমি অধম হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর **'আল ইসলাম'** নামক কিতাবখানা বাংলায় অনুবাদ করে পাঠক সমাজে পেশ করলাম; যাতে অন্ততপক্ষে এ পুস্তিকাটি পড়ে আমরা আহলে কুরআন নামক ভ্রান্ত আক্বিদা পোষণকারীদের থেকে নিজেদের ঈমান-আক্বিদা রক্ষা করতে পারি।

অনুবাদ ও মুদ্রণজনিত ত্রুটিসমূহ সম্মানিত পাঠক মহল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনাদের সূচিন্তিত মতামত ও ভুল সংশোধন নতুন সংস্করণে সহায়ক হবে। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে যারা আমাকে আন্তরিকতা ও সহযোগিতা করেছে, প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার নগণ্য খেদমতকে কবুল করুন। আমিন! বেহুরমতে রাউফির রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা হাবিবীহিল কারীম।

কুরআন বলা হয় হুযুর করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্ব প্রকার কথা যার বিষয়, শব্দ এবং ফরমান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে ওহী হয়ে এসেছে।

আর যে সকল ফরমান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে, তবে সেগুলোর শব্দ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে তাকে হাদীস বলা হয়। সে কারণে নামাযে কুরআন শরীফের তেলাওয়াত হয়, হাদীস শরীফের তেলাওয়াত হয় না।

হাদীস তিন প্রকার:

১. حديث قولى নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা।

২. حديث فعلى নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল।

৩. حديث تكريرى নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কোন কাজ করতে দেখেছেন তবে নিষেধ করেননি অর্থাৎ নীরবতা পালন করেছেন।

আর তাইতো কুরআনকে وحى جلى আর হাদীসকে وحى خفى বলা হয়।

সাহাবায়ে কেরামের নিকট কুরআন ও হাদীস উভয়টি সম মর্যাদার ছিল, কেননা তাঁরা স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকেই হাদীস শরীফ শ্রবণ করেছিলেন।

আর সে জন্যেই ওনারা হাদীসে পাকের মাধ্যমে মিরাছ বন্টন করেননি কারণ মিরাছের বন্টন এর বিধান কুরআন শরীফে বিদ্যমান আছে। আমরা যেহেতু অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছি তাই আমাদেরকে হাদীসের ব্যাপারে অনেক যাচাই-বাচাই করতে হয়। যে সকল হাদীস শরীফ আমরা নিশ্চয়তার সহিত হাদীসে মুতুয়াতের হিসেবে পেয়েছি, সেগুলোর উপর কুরআনে পাকের ন্যায় আমল করা অত্যাবশকীয়। যেমন- নামাযের রাকাত, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি।

আর যে সকল হাদীস মুতুয়াতেরের মত অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়নি, সেগুলোর স্থান কুরআনে পাকের পর।

অতএব, প্রতীয়মান হলো যে, কুরআন ও হাদীস ইসলামের এমন দু'টি স্তম্ভ, যেগুলো ছাড়া ইসলামের ভীত ঠিক থাকতে পারে না। এমন কতেক লোক আছে যারা একেবারে চক্ষু বন্ধ করেই হাদীস শরীফকে অস্বীকার করে অথচ তারা

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

নিজেরাই নিজেদের অজান্তে হাজার হাজার হাদীস শরীফের উপর আমল করে যাচ্ছে। তারা শুধু মুখে অস্বীকার করে।

এ পুস্তিকায় হাদীস শরীফের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রথমে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিল এরপর যুক্তি নির্ভর দলিল এবং সর্বশেষ হাদীস অস্বীকারকারীদের আপত্তি ও তার খন্ডন পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

কুরআনে পাকের অকাট্য দলিলঃ

১ নম্বর দলিল: আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

অনুবাদ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং রাসুলের নির্দেশ মান্য কর আর তাদেরই যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। [সূরা নিসা: ৫৯]

কুরআনে পাকের উপর আমল করা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মান্য করা, হাদীস শরীফের উপর আমল করা রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান্য করা আর ফোকাহায়ে কেরামকে মান্য করাই হচ্ছে ওলীল আমরকে মান্য করা। আর তাই সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম ফকীহ্ সাহাবীগণকে মান্য করতেন।

২ নম্বর দলিল: আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন ইরশাদ ফরমান-

ويعلمهم الكتاب والحكمة

অনুবাদ- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে কিতাব তথা কুরআন এবং হেকমত তথা হাদীস শিক্ষা দিবেন। [সূরা বাকারা: আয়াত ১২৯]

যদি হাদীস শরীফের প্রয়োজনীয়তা না থাকতো তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে পাকের সাথে হাদীস শরীফের আলোচনা কেন করলেন?

৩ নম্বর দলিল: আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন ইরশাদ ফরমান-

ما اتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا

অনুবাদ- নবী-এ দো জাঁহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।

[সূরা হাশর: আয়াত:৭]

যদি শুধু কুরআনের উপর আমল করলে যথেষ্ট হতো তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে বলতেন যা আমি দিয়েছি তা গ্রহণ করো আর আমি যা নিষেধ করেছি তা বর্জন করো। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা নবীজির কথা এজন্যই বলেছেন যে, কুরআন ও হাদীস উভয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সম্পৃক্ত।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

৪ নম্বর দলিল: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

من يطع الرسول فقد اطاع الله

অনুবাদ- যে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান্য করল সে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে মান্য করল। [সূরা নিসা: আয়াত: ৮০]

তাহলে এটাই স্পষ্ট হলো যে, কুরআন ও হাদীসের মর্যাদা একই। হাদীসের উপর আমল করাও আল্লাহ্ তা'আলার অনুসরণ।

৫ নম্বর দলিল: আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন ইরশাদ ফরমান-

والذين اذا ذكروا بايت ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا

অনুবাদ- এবং ওই সব লোক যারা এমনি যে, যখন তাদেরকে তাদের প্রভূর নিদর্শনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেগুলোর উপর বধির ও অন্ধ হয়ে পতিত হয় না। [সূরা ফোরকান: ৭৩]

৬ নম্বর দলিল: আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

ويحرم عليهم الخبائث

অনুবাদ- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর অপবিত্র বস্তসমূহ হারাম করবেন। [সূরা আরাফ: ১৫৭]

তাহলে বুঝা গেল যে, হাদীসে পাক থেকেও নিষেধ সাব্যস্ত হয়। যেমন- কুকুর ও গাধা ইত্যাদি হারাম হওয়া। যা হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

৭ নম্বর দলিল: আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন আরো ইরশাদ ফরমান-

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكومك فيما شجر بينهم

অনুবাদ- সুতরাং হে মাহবুব! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার রবের শপথ, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের বিভেদ মিঠাতে আপনাকে বিচারক মানবেনা। [সূরা নিসা: ৬৫]

অর্থাৎ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক মানার অর্থ এই যে, নবীজির প্রত্যেক কথার উপর আমল করা। আর এটাই হচ্ছে হাদীসকে মান্য করা।

৮ নম্বর দলিল: আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন আরো ইরশাদ ফরমান-

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

অনুবাদ- নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষক।

[সূরা হিজর: ৯]

অতএব, এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন এর শব্দ, অর্থ, বিধান এবং কুরআনে পাকের নিগুঢ় তথ্যসমূহের সংরক্ষণকারী। সে জন্যেই

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

হাফেজ, ক্বারী এবং আলেমগণ কিয়ামত অবধি অবশিষ্ট থাকবেন। আর হাদীস শরীফ হচ্ছে কুরআন শরীফের বিধানসমূহের মাধ্যম। যদি হাদীস না হতো তাহলে সালাত বা নামায শব্দটি শুধু শাব্দিকভাবে সংরক্ষণ থাকতো। তবে নামায কি স্বর্ণ না রৌপ্য আর যাকাত কি কাপড় না অন্য কোন জিনিষ তা বুঝা যেতনা। হাদীসের মাধ্যমেই আমরা সর্বপ্রকার বিধান সবিস্তারে জানতে পেরেছি আর তাইতো হাদীস হচ্ছে কুরআনকে বুঝার একমাত্র মাধ্যম। কুরআন সংরক্ষণের সবচাইতে বড় মাধ্যম হচ্ছে হাদীস শরীফ।

প্রতিপাদ্য বিষয়: হাদীস শরীফ ছাড়া কুরআন মজীদ বুঝা ও এর উপর আমল করা অসম্ভব। ইসলামে কুরআন হাদীসের প্রয়োজনীয়তা সমান্তরাল।

হাদীসে পাকের অকাট্য দলিল:

১ নম্বর হাদীস: হুযুর নবী-এ আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আমাকে কুরআনও দেওয়া হয়েছে এবং হাদীসও দেওয়া হয়েছে। অতিশীঘ্রই এমন কতেক লোক বের হবে যারা বলবে আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। সাবধান! রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধ আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধের ন্যায়। যেমন- গাধা ও কুকুর জাতীয় জন্তু হারাম।
[আবু দাউদ, দারমী, মিশকাত বাবুল এ'তেছাম]

২ নম্বর হাদীস: হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ এগুলো আকড়ে ধরবে, ততক্ষণ তোমরা গোমরাহ্ তথা পথভ্রষ্ট হবে না। **এক.** আল্লাহ্‌র কিতাব, **দুই.** আমার সুন্নাত। [মুআত্তা, মিশকাত শরীফ]

৩ নম্বর হাদীস: রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, তারা ইসলামের রশি নিজেদের গলা থেকে সরিয়ে নিলো। [আহমদ, আবু দাউদ, মিশকাত শরীফ]

৪ নম্বর হাদীস: রাসুলে আত্বহার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, নেকড়ে বাঘ ওই ছাগলকে ভক্ষণ করে যে ছাগল তার পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর শয়তান হচ্ছে মানুষের নেকড়ে বাঘ। সুতরাং যে মুসলমানের দল থেকে বের হয়ে যায়। সে শয়তানের চক্রান্তের শিকার হয়। অতএব তোমরা দলবদ্ধ থাকো। [আহমদ, মিশকাত শরীফ]

যারা প্রকৃত মুসলমান, তারা সর্বদা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করে আর যারা সুন্নাত তথা হাদীসে পাকের অস্বীকারকারী তারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন এবং শয়তানের অনুসারী।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

৫ নম্বর হাদীস: নবী এ লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ ভক্ষণ করে, সুন্নতের উপর আমল করে এবং মানুষ তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পায়। সে জান্নাতী। [তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ]

৬ নম্বর হাদীস: রাসুলে আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি ব্যতীত অন্যরা জাহান্নামী। আরয করা হলো: ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেই একটি দল কোনটি? তিনি ফরমান- ما انا عليه واصحابى অর্থাৎ যে দলে আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম থাকবে।

৭ নম্বর হাদীস: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم
অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সমতুল্য। যারা তাদের অনুসরণ করবে, তারা হেদায়েত লাভে ধন্য হবে। [মিশকাত বাবে মানাকেবে সাহাবা]

উপরোক্ত সকল হাদীসে পাক দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো; আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলামের সকল প্রকার বিধি-বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের যতটুকু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ঠিক ততটুকু হাদীস শরীফেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

যুক্তি নির্ভর দলীল:

১ নম্বর দলিল: স্বয়ং কুরআনের কুরআন হওয়াটা হাদীস থেকেই সাব্যস্ত হয়েছে। আমরা কুরআন নাযিল হতে এবং জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে ওহী নিয়ে আসতে দেখিনি। নবীজি বলেছেন যে, এটা কুরআন আর আমরা কুরআন হিসেবে মেনে নিয়েছি। নবীজির এই ফরমানই হচ্ছে হাদীস।

হে হাদীসের অস্বীকারকারীরা! নবীজির হাদীস ছাড়া কুরআনকে কখনো কালামুল্লাহ্ সাব্যস্ত করতে পারবে না।

২ নম্বর দলিল: কুরআন শরীফের সুরা, আয়াত এবং পরিসংখ্যানও হাদীস শরীফ থেকেই সাব্যস্ত। হাদীসকে যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে কিভাবে জানা গেল, এটা কুরআন? এবং এর সুরা ও আয়াতসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে? হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু থেকে জানা গেছে একথা আহলে কুরআনগণ কখনো সাব্যস্ত করতে পারবেনা।

৩ নম্বর দলিল: হাদীস ব্যতীত কুরআনের উপর আমল করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

اقيموا الصلواة واتوا الزكواة

অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর। [সূরা বাকারা: ৪৩]

হে আহলে কুরআন! তোমরা কি কখনো নামাযের পদ্ধতি এবং তার রাকাত সংখ্যা আর যাকাতের পরিমাণ এবং তা আদায়ের পদ্ধতি কুরআন থেকে সাব্যস্ত করতে পারবে? কখনো না।

৪ নম্বর দলিল: হাদীসে পাক ছাড়া মুসলমানগণ কখনো মাযহাব ভিত্তিক জীবন যাপন করতে পারবে না। লক্ষ লক্ষ মাসআলা হাদীস শরীফ থেকেই সাব্যস্ত। যা কুরআনে পাওয়া যাবে না। আহলে কুরআনরা! তোমরা বলতো দেখি, কুকুর এবং গাধা হারাম হওয়ার আয়াত কোথায় উল্লেখ আছে? তোমাদের উচিৎ কুকুর এবং গাধার হারাম গোস্ত খাওয়া। কুরআন শুধু শুকুর, মৃত জীব-জন্তুসহ মাত্র তিন/চারটি জন্তু হারাম করেছে। বাকী সব জন্তু হারাম হওয়া হাদীসে পাক থেকেই সাব্যস্ত।

৫ নম্বর দলিল: ফরযের সাথে সুন্নাত আর কুরআনের সাথে হাদীস তেমন, যেমন খাদ্যের সাথে পানি। যেমনিভাবে পানি ছাড়া খানা পাকানো ও খাওয়া যায় না, তেমনিভাবে কুরআনের বিধান সমূহ সুন্নাত ছাড়া আদায় করা সম্ভব নয়। নামায ফরয তবে হাত বাঁধা, সুবহানাল্লাহ্ পড়া, দুরূদে ইব্রাহীম পড়া, সালাম দেওয়া ইত্যাদি সবগুলো সুন্নাত। হে আহলে কুরআন! একটি নামায এমন দেখাও যে, যা শুধু কুরআনেই রয়েছে। হাদীসের সহায়তার কোন দরকার নেই।

৬ নম্বর দলিল: কুরআন পথভ্রষ্টও করে আবার সু-পথ প্রদর্শনও করে।

এ বিষয়ে আল্লাহর ঘোষণা- يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا তবে সত্যবাদীদের সাথে থাকা সুপথ প্রাপ্তির মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وكونوا مع الصادقين অর্থাৎ তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

অর্থাৎ হে প্রভূ! আমাদেরকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদেরকে আপনি নেয়ামত দিয়েছেন।

অতএব, জেনে রাখা দরকার যে, হাদীস এবং ইলমে ফিকহকে মান্য করাই সমস্ত আলেম অলী আল্লাহ্ এবং সৎকর্মশীলদের পথ। এতই রয়েছে হেদায়ত তথা সুপথ প্রাপ্তি। আর হাদীসের অস্বীকারকারীরা এর বিপরীত। অর্থাৎ ওরাই পথভ্রষ্ট।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

৭ নম্বর দলিল: কুরআন আল্লাহর কিতাব আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين

যেমনিভাবে নূর ব্যতীত কুরআন উপকার দেয় না ঠিক তেমনিভাবে হাদীস ছাড়া কুরআনও কোন উপকার দেবে না। একথা স্মর্তব্য যে, সেই ধর্মই সত্য যে ধর্মে আউলিয়া আল্লাহ্ রয়েছে। যে মাযহাব অলী শূন্য সে মাযহাব বাতিল। সেই গাছই ফুল-ফল দেবে, যে গাছ শিকড়ের সাথে সংযুক্ত। আর আউলিয়া কেরাম হচ্ছে মাযহাব- মিল্লাতের ফুল-ফল স্বরূপ। দেখুন! বনী ইসরাঈলের মধ্যেও শত শত অলী ছিলেন, তবে সেই ধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তাদের বেলায়েতও শেষ হয়ে গেল। আজ ইসলামের মধ্যে অনেক দল উপাদল; তবে শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ছাড়া আর কোন দলে আউলিয়া আল্লাহ্ নেই। হে আহলে কুরআন! তোমরা কি তোমাদের দলে কোন অলী দেখাতে পারবে? তাহলে বুঝা গেল, আল-হামদুলিল্লাহ্! আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতই একমাত্র হক্ব দল।

এ প্রসঙ্গে কিছু আপত্তি ও তার খন্ডন:

হাদীস অস্বীকারকারীদের কিছু প্রসিদ্ধ আপত্তি রয়েছে, যা তারা প্রায় স্থানে বর্ণনা করে থাকে। আমরা তাদের আপত্তি ও তার খন্ডন পেশ করছিঃ

১ নম্বর আপত্তি: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ

অনুবাদ- হে রাসূল! আমি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি সকল বিষয়ের বর্ণনা দিতে পারেন।

যখন কুরআনই সবকিছু বর্ণনা করে দিল, তাহলে হাদীসের কী প্রয়োজন?

আপত্তির খন্ডন: কুরআন শরীফ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য সবকিছু স্পষ্ট বর্ণনা করেছে, আমাদের মত অজ্ঞ লোকদের জন্য নয়। তাইতো আল্লাহ্ তা'আলা عليك (আপনার উপর) বলেছেন।

হে আহলে কুরআন! আপনারা দয়া করে যাকাতের পরিমাণটি কুরআন শরীফ থেকে বের করে দেখাতে পারবেন? পারবেন না।

২ নম্বর আপত্তি: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

ولا رطب ولا يابس الافى كتاب مبين

অনুবাদ- শুকনো হোক বা ভেজা হোক সবকিছুই কুরআনে বিদ্যমান। যদি সব কিছু কুরআনে পাকে থাকে, তাহলে হাদীস থেকে নেওয়ার কি আছে?

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আপত্তির খন্ডন: নিঃসন্দেহে কুরআন মজীদে সবকিছু আছে, তবে তা বের করার জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞানের দরকার। যা আল্লাহর প্রিয় হাবিব ছাড়া অন্য কারো কাছে নেই। সমুদ্রের মধ্যে নিশ্চিত মণি-মুক্তা রয়েছে, তবে তা প্রকৃত ডুবুরিই বের করতে পারবে। অন্যরা সমুদ্রে ডুবে মারা যাবে। ঔষধালয়ে ঔষধ পাওয়া যায়, তবে কোনটি কোন রোগের ঔষধ তার ব্যবহার বিধি শুধু ডাক্তারই বলতে পারেন। সুতরাং কুরআন শরীফে কী আছে নেই, তা হাদীস শরীফ থেকেই জানা যাবে।

৩ নম্বর আপত্তি: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر

অনুবাদ- আমি কুরআনকে জিকিরের জন্য সহজ করে দিয়েছি। যখন কুরআনই সব এবং সহজ তাহলে হাদীসের কী দরকার?

আপত্তি খন্ডন: কুরআন করীম থেকে তথ্য সংরক্ষণ করা সহজ; তবে মাসআলা নির্গত করার জন্য নয়। তাইতো আল্লাহ্ তা'আলা للذكر বলেছেন। দেখুন! তাওরাত, ইঞ্জিলের কোন হাফেজ নেই। অথচ কুরআন শরীফ একটি ছোট বাচ্চাও মুখস্থ করতে পারে। এখানে সহজ করার অর্থ এটাই। যদি মাসআলা-মাসায়েল নির্গত করার জন্য সহজ হত তাহলে তা'লিমের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন পাঠালেন?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- ويعلمهم الكتاب والحكم অর্থাৎ নবী-এ আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কুরআন এবং হাদিস শিক্ষা দিবেন। এ জন্য বলা হয়, বড় শিক্ষকই বড় কিতাব পড়ায়।

৪ নম্বর আপত্তি: সাহাবায়ে কেরাম লোকদেরকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে নিষেধ করতেন।

আপত্তির খন্ডন: সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনা থেকে নিষেধ করেননি বরং বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবধনতা অবলম্বন করতে বলেছেন। যাতে অশুদ্ধ কথা নবীজির দিকে সম্পর্কিত না হয়, যদি প্রকৃত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বাধা দিতেন তাহলে ধর্ম আজ শেষ হয়ে যেত। কেননা হাদীসে নববী ছাড়া ধর্ম অবশিষ্ট থাকতে পারে না। অথচ আজ সাহাবায়ে কেরামের হাজার হাজার বর্ণনা বিদ্যমান। যেমনিভাবে মুসলিম শরীফের 'ইস্তিযান' অধ্যায়ে রয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তিনি বলেন-

اقم عليه البينة والا اوجعتك

অর্থাৎ এই হাদীসের উপর প্রমাণ দাও, অন্যথায় তোমার শাস্তি হবে।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

অতঃপর যখন ওবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমাণ পেশ করলেন, তখন সেই হাদীস ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কবুল করলেন। এই বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে খুব বেশী বিচার বিশ্লেষণ করতেন, যাতে মুনাফিকরা হাদীস বর্ণনা করতে সাহস না পায়।

অতএব, উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম নোদী ফরমান-

ولكن خاف عمر مسارعة الناس الى القول على النبى صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول عليه بعض المبتدعين او الكاذبين او المنافقين

হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রিয় সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্যে করে বলেন- حدثوا عنى ولاحرج অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে তোমরা হাদীস বর্ণনা কর এতে কোন দোষ নেই। [মুসলিম শরীফ কিতাবুল এলম]

তাহলে সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে হাদীস বর্ণনায় নিষেধ করতে পারেন?

৫ নম্বর আপত্তি: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-

اما لا تكتبوا عنى غير القران

অর্থাৎ কুরআন ব্যতীত আমার কোন কথা তোমরা লিপিবদ্ধ করিওনা। যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে হাদীসের অবশিষ্ট থাকার কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র কুরআন অবশিষ্ট থাকলে হবে, যার উপর আমল করা আবশ্যক।

আপত্তির খন্ডন:

উক্ত আপত্তির কয়েকটি খন্ডন রয়েছে:

এক. আশ্চর্য! তোমরা হাদীসের অস্বীকারকারী অথচ হাদীস থেকেই দলিল পেশ করছ। এটাও হাদীস যা তোমরা বর্ণনা করেছ। অতএব তোমরা হাদীসকে হাদীস দ্বারাই প্রত্যাখ্যান করার বৃথা চেষ্টা করছ।

দুই. উক্ত হাদীসের অর্থ এই যে, যাতে লোকেরা হাদীস মুখস্থ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। লেখার দ্বারা শেখার আগ্রহটা কমে যায়। তা-ই লিখতে নিষেধ করেছিলেন।

তিন. এ হাদীস ওই সময়ের, যখন সবেমাত্র কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছিল তখন কুরআন এবং হাদীস উভই এক সাথে লিপিবদ্ধ করা সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস একটি অপরটির সাথে সংমিশ্রণ হয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর পরবর্তীতে যখন লোকেরা কুরআন এবং হাদীসের পার্থক্য বুঝতে পারল, তখন পুনরায় হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি সম্বলিত হাদীসমূহ নিম্নে পেশ করা হলঃ

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

১. হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফের সময় নিজে কাগজ চেয়ে ফরমালেন- "নাও আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিচ্ছি যাতে তোমরা গোমরাহ্ না হও" [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]
যদি হাদিস লিখা নিষেধ থাকত তাহলে এ ইচ্ছাটা কেন প্রকাশ করলেন-

২. হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-
عمرو بن العاص كان يكتب ولا اكتب
অর্থাৎ- আমার ইবনুল আছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লিখতেন কিন্তু আমি লিখতাম না। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

৩. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সদকার বিধানের হাদীসসমূহ লিখে হাকেমদের নিকট পাঠালেন, যাতে এর উপর আমল করা যায়।
[বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

৪. লোকেরা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনার নিকট কি নবীজির কোন গোপন কথা রক্ষিত আছে? তিনি বললেন, আমার কাছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি কিতাব ছাড়া আর কিছুই নেই, যাতে কিছু হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ রয়েছে। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

৫. হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর বিন হাযম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে লিখলেন-
انظر ما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاكتبنى فانى خفت دروس العلم
অর্থাৎ নবীজির হাদীস তালাশ করো এবং লিখ। আমার ভয় হয় যেন এলম উঠে না যায়। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

সাইয়্যেদুনা ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি পূর্ণ অধ্যায় গঠন করেছেন শুধু 'কিতাবুল ইলম' অর্থাৎ এলম লিপিবদ্ধ করার উপর।

ফায়েদা: আশ্চর্য! কুরআন শরীফে কর্যের লেন-দেনের বিষয়সমূহ পর্যন্ত লিখে রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ বলেন-
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
অর্থাৎ যাতে ঋণ বিনষ্ট হয়ে না যায়। আর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, ধন-সম্পদ থেকেও হাদীসের মূল্য অনেক গুণ বেশী। তাহলে হাদীস লিখে রাখার দরকার নেই; এ কেমন বোকামী? অতএব, প্রতীয়মান হলো যে, আপত্তিকারীরা নিজেরাই ধোকায় পতিত হয়েছে।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

৬ নম্বর আপত্তি: হাদীসের মধ্যে অনেক জায়গায় দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কোথাও বলা হয়েছে রাতের নামায দুনিয়ার সমস্ত এবাদত থেকে উত্তম। আবার কোথাও বলা হয়েছে জিহাদ দুনিয়ার সমস্ত এবাদত থেকে উত্তম। এমনিভাবে হাদীসে এসেছে নবীজি নামাযে হাত উত্তোলন করতেন। আবার কোথাও এসেছে হাত উত্তোলন করেননি। এমনিভাবে কোথাও দুনিয়া বর্জনের উপর জোর দিয়েছেন আবার কোথাও দুনিয়াদার হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলে প্রতীয়মান হলো; সকল হাদীসই ভুল। অথচ নবীজির কথার মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে পারে না।

আপত্তির খন্ডন: তোমাদের অজ্ঞতার কারণেই দ্বন্দ্ব মনে হচ্ছে, আসলে কোথাও দ্বন্দ্ব নেই। কতেক মর্যাদায় রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) উত্তম আবার কতেক মর্যাদায় জিহাদ উত্তম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম যুগে নামাযে হাত উত্তোলন করতেন, তবে পরবর্তীতে ছেড়ে দিয়েছেন তাই রহিত হয়ে গেছে। জাতিগত বিষয়ে দুনিয়া বর্জন করতে বলা হয়েছে, তবে গোত্র-দেশ ও ধর্মীয় বিষয়ে দুনিয়াদার হতে বলা হয়েছে।

মূলকথা হচ্ছে, তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই হাদীসকে অস্বীকার করছ। তোমরা কোনো মাদরাসায় গিয়ে হাদীস শরীফ শিখ। তাহলেই জানা যাবে। ইংরেজি এবং উর্দু তরজমা দিয়ে হাদীস আসেনা। অন্যথায় কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, যেমন-কুরআনে করীমে দুনিয়া সৃষ্টির ব্যাপারে বলা হয়েছে كن অর্থাৎ হয়ে যাও। আবার কোথাও বলা হয়েছে কয়েকদিনে সৃষ্টি হয়েছে। فى ستة ايام অর্থাৎ ছয় দিনে। কোথাও বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সাথে কথা বলবেন না। আবার কোথাও বলা হয়েছে বলবেন। কোথাও বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসে কেউ কারো গুনাহের বুঝা বহন করবে না, আবার কোথাও বলা হয়েছে করবে। কোথাও বলা হয়েছে কাফিরদের সাথে কোমল ব্যবহার কর, আবার কোথাও বলা হয়েছে কঠোর ব্যবহার কর, জিহাদ কর। কোথাও বলা হয়েছে নারীদের ইদ্দত এক বছর, আবার কোথাও বলা হয়েছে চার মাস দশ দিন। তাহলে কি তোমরা কুরআনকেও অস্বীকার করবে? না বরং শিখার চেষ্টা কর। হাদীসের ব্যাপারে পরিশ্রম কর। শুন! কুরআন মজীদের আয়াতসমূহেও দ্বন্দ্ব নেই, হাদীসের মধ্যেও নেই। শুধু তোমাদের বুঝার অভাব।

৭ নম্বর আপত্তি: অনেক হাদীস বিবেকের বিপরীত। যেমন- হাদীসে আছে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আল্লাহর দরবারে গিয়ে সিজদা আদায় করে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। আর ভৌগলিকরা বলেন, সূর্য কখনো অস্তই যায়না। যখন

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

এখানে রাত আর তখন আমেরিকায় দিন। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে এ রকম হাদীসকে মানার অর্থ হচ্ছে ইসলামকে নিয়ে তামাশা করা।

আপত্তির খন্ডন: এটাও তোমাদের জ্ঞানে কমতি এবং হাদীস না বুঝার কারণ। কেননা কুরআনে পাকের অনেক আয়াত আছে যা বিবেকের বিপরীত। কুরআনে বলা হয়েছে, গাছ, তরু-লতা ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করে অথচ আমরা এগুলোকে সর্বদা দাঁড়ানো অবস্থায় দেখি। কখনো মাথা নত করতে দেখিনা। এখানে সিজদার যেভাবে মর্মার্থ নেয়া হয়েছে সেভাবে হাদীসেরও মর্মার্থ নেয়া হবে। অর্থাৎ সূর্য সর্বদা প্রভূর আনুগত্যে থাকে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উদিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। আসল কথা হচ্ছে, তারা যে সমস্ত হাদীসের অর্থ বুঝেনা সেগুলো অস্বীকার করে বসে।

৮ নম্বর আপত্তি: হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদীন লোকদের নিকট লিখিত হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। যদি হাদীস লিখা মঙ্গলজনক হয়, তাহলে জ্বালানোর কী প্রয়োজন ছিল? আর যখন হাদীস জ্বালিয়েই ফেলা হলো। তাহলে পরবর্তীতে লোকদের থেকে হাদীস পেল কিভাবে?

আপত্তির খন্ডন: এর জওয়াব পূর্বেও দিয়েছি। সে সকল হাদীসই জ্বালানো হয়েছিল যেগুলোর মধ্যে কুরআন এবং হাদীস সংমিশ্রণ ছিল। আর লোকেরা মনে করত এগুলো কুরআন, যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ছহিফা বা পুস্তিকা যার মধ্যে কুরআন-হাদীস উভয়ই সংমিশ্রিত ছিল। তেমনিভাবে বুখারী শরীফের বাবু জমঈল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে-

وامر بما سواه من القران فى كل صحيفة ان يحرق

সে সমস্ত হাদীসই জ্বালিয়ে ফেলার আদেশ দেয়া হয়েছিল যার মধ্যে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ বর্ণনা এক সাথে মিশে গিয়েছিল। তাই সেই সকল ছহিফা জ্বালিয়ে দেওয়ার পর আসল কুরআন সংরক্ষিত হয়। এমনিভাবে জাল হাদীস জ্বালিয়ে দেয়ার পর আসল হাদীস সংরক্ষিত হয়।

মূল কথা হচ্ছে, হাদীসকে অস্বীকার করা নিবুর্দ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। না হলে; হে আহলে কুরআন! তোমাদের বলি, শুধু এমন একটি নামায দেখাও যে, যা শুধু কুরআনেই রয়েছে। এমন একটি জীবন অতিবাহিত করো যা শুধু কুরআনেই বিদ্যমান। তাহলে এমন কথা কেন বল? যা কাজে পরিণত করতে পারবে না। শুন! ইসলামে যেভাবে কুরআনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনিভাবে হাদীস এবং ফিকহ্ এরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৯ নম্বর আপত্তি: হাদীস নবীজির জমানার পর লিপিবদ্ধ হয়, যে সময় হাদীস বই আকারে ছিল না। তাহলে হাদীসের কী নিশ্চয়তা রইল? এগুলোর লিপিবদ্ধ কি শুদ্ধ হয়েছে না ভুল হয়েছে?

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আপত্তির খন্ডন: এ প্রশ্নটা কুরআনের ব্যাপারেও হতে পারে। নবীজির জমানায় কুরআনও বই আকারে ছিলনা। পরবর্তীতে সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সময়ে তা একত্রিত করা হয়, অতঃপর ওসমান গণি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সময় পূর্ণ প্রকাশ পায় এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এর জামানার পর এ'রাব (জের-জবর) প্রদান করা হয়। এর আরো অনেক পর পারা, রুকু ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। তাহলে উক্ত আপত্তি কুরআনের ব্যাপারে কেন করলে না? আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে এমন মেধাশক্তি দিয়েছেন শুধু হাজার নয় তাঁরা লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ রেখেছিলেন। যার জের-জবর পর্যন্ত ভুল ছিল না। যখন সাহাবীদের যুগ শেষ হতে চললো, তখন তাবেয়ীগণ এমন সাবধনতার সাথে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন; যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোনকালেই পাওয়া যাবে না। যেমন-হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়, যা আলাদা একটি বিষয়ে রূপান্তরিত হয় যার নাম اسماء الرجال যেমনিভাবে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর জন্ম ৮০ হিজরীতে مسانيد ابو حنيفة যা নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম মালেক এর জন্ম ৯০ হিজরীতে যা مؤطا امام مالك এ লিপিবদ্ধ আছে। তেমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ مؤطا امام محمد এর মধ্যে সংকলন করেছেন। এমনকি ১৯৪ হিজরীতে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি প্রথমে সংকলনের একটি কিতাব লিখেন। সুবাহানাল্লাহ্! অর্থাৎ বুখারী শরীফ সংকলনের পূর্বেও লোকেরা হাদীস মুখস্থ করত। যেভাবে আজ কুরআনের হাফেজ রয়েছে। এরপর থেকে হাদীস মুখস্থ করার প্রচলন কমতে শুরু করে।

১০ নম্বর আপত্তি: হাদীসের অবস্থা এই যে, একজন বর্ণনাকারী একটি হাদীস বর্ণনা করেন। অথচ কুরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে-

واشهدوا ذوى عدل منكم

অর্থাৎ তোমরা দু'জন সাক্ষী গ্রহণ করো। কুরআন এর ঘোষণা অনুযায়ী একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যে সকল হাদীসের বর্ণনাকারী শুধু একজন সাহাবী অথবা শুধু একজন তাবেঈ। সে সকল হাদীস কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আপত্তির খন্ডন: এর দু'টি জওয়াব। ১. এলজামী, ২. তাহকীকী। এলজামি উত্তর এই যে, কুরআন শরীফেরও তো একই অবস্থা। কেননা জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম একজনই নবীজির কাছে কুরআন নিয়ে এসেছেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনই উম্মতের নিকট কুরআন

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

পৌঁছিয়েছেন। তাদের কথায় বুঝা যায় যে, কুরআনের সকল আয়াতই অগ্রহণযোগ্য। উচিৎ ছিলো যে, দু'জন জিব্রাঈল এর কুরআন নিয়ে আসা এবং দু'জন নবীই উম্মতের নিকট কুরআন পৌঁছানো।

যেমন- গভীর অরণ্যে শুধু একজন ব্যক্তির সাক্ষীতে পানি ও জায়গার পবিত্রতা গ্রহণ করা যায়। একজন ব্যক্তির সংবাদে নতুন কাপড় পবিত্র হওয়া এবং গোশত হালাল হওয়া গ্রহণ করা যায়। যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন হতো তাহলে পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো।

স্বয়ং কুরআনই ঘোষণা করেছে, একজনের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وشهد شاهد من اهلها জুলায়কার পরিবারের পক্ষ থেকে একজন মাত্র সাক্ষ্য প্রদান করেছিলে, অতএব, জানা গেল যে, ইউছুফ আলাইহিস্ সালাম এর সতীত্ব একজন সাক্ষীর উপরই সাব্যস্ত হয়েছিল এবং কুরআন শরীফেই এর যথার্থতা বিদ্যমান।

তাহ্কীকী উত্তর এই যে, আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। ব্যভিচারের জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয় তবে ধর্মীয় বিষয়ে এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট। হাদীস শরীফে আরো এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন- অকাট্য দলিলের ক্ষেত্রে হাদীসে মতুয়াতের, অন্যান্য মাসআলার ক্ষেত্রে হাদীসে মশহুর এবং কখনো কখনো একটি বর্ণনাই যথেষ্ট। তবে মাসআলার ক্ষেত্রে হাদীস শুদ্ধ হলেই হবে।

ফজিলতের ক্ষেত্রে হাদীস জঈফ তথা দুর্বল হলেও গ্রহণ করা যাবে। এ সকল বিষয় উসুল ফিকহ এবং উসুল হাদীসে সবিস্তারে রয়েছে। যা থেকে তোমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

১১ নম্বর আপত্তি: কোনো কোনো হাদীসে এমন কতেক বিষয় রয়েছে, যেগুলো শুনলে ঈমান পর্যন্ত কেঁপে উঠে। যেমন-বুখারীর শুরুতে কিতাবুত তালাক' নামক অধ্যায়ে রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অপরিচিতা রমণী উমাইয়া বিনতে জোনকে হাত ধরে নিজের দিকে টেনেছেন কিন্তু সেই রমণী নবীর থেকে পানাহ্ চাইলেন। যদি হাদীসের মধ্যে এই সমস্ত কথা উল্লেখ থাকে তাহলে হাদীসকে কী করে মানা যায়? لا حول ولا قوة

আপত্তির খন্ডন: তার কারণ এই যে, তোমরা কোন উপযুক্ত শিক্ষক থেকে হাদীস শেখনি তাই এর উদ্দেশ্যও অনুধাবন করতে পারনি। তোমরা তোমাদের অজ্ঞতার জন্যই 'লা হাওলা' পড়েছ, হাদীসের জন্য নয়, কুরআন না বুঝেও তোমরা এ ধরনের মন্তব্য করে ফেলতে পারো।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

দেখো! কুরআনে লুত আলায়হিস্ সালাম এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি নিজে মেহমানের সম্মান বাঁচানোর জন্য নিজ গোত্রকে বললেন-

قال هؤلاء بناتى ان كنتم فاعلين

অর্থাৎ এরা আমার মেয়ে যদি তোমরা কর। কুরআন করীম হযরত ইউছুফ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বলে, ولقد همت به وهم بها অর্থাৎ জুলাইখা ইউছুফ আলায়হিস্ সালামকে এবং ইউছুফ আলায়হিস্ সালাম জুলাইখাকে ইচ্ছাপোষণ করল। তোমরা বলো তো! গোত্রের সামনে নিজেদের মেয়েদের উপস্থাপন করতে তোমাদের ঈমান ক্ষেপে উঠে না? আর অন্য নারীদের ইচ্ছাপোষণ করা থেকে তোমরা ভয় করনা? এগুলো কি নবীদের শান? আলহামদুলিল্লাহ্! তবে নবীগণ সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র দোষ শুধু তোমাদের অজ্ঞতা ও দৃষ্টির মধ্যে। উমাইয়া বিনতে জোন নবীজির স্ত্রীর ছিলেন কোন অপরিচিতা রমণী ছিলেন না।

যেমন বুখারী শরীফের ঠিক সেই জায়গায় একথাটি উল্লেখ রয়েছে। দেখার জন্য ঈমানী দৃষ্টি চাই, যা তোমাদের কাছে নেই। আর লুত আলায়হিস্ সালাম এর মেয়ে অর্থ হচ্ছে তাঁর গোত্রের মেয়ে। আর সুরা ইউসুফের সেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে জুলাইখা নিজেই ইউছুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ইচ্ছাপোষণ করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর কালামে পাক এবং তাঁর রাসূলের বাণী শুদ্ধরূপে বুঝার তাওফিক দান করুন। আমিন।

১২ নম্বর আপত্তি: ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট লক্ষ লক্ষ হাদীস বিদ্যমান ছিল। তবে তাঁরা নিজেরাই অশুদ্ধতা পাওয়া যাওয়ার কারণে অধিকাংশ হাদীস বর্জন করেছেন এবং বেচে বেচে হাদীস নিয়েছেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে মাত্র কয়েক হাজার হাদীসকে বুখারী শরীফে স্থান দিয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল যে, অশুদ্ধ হাদীসেরও সময় অতিবাহিত হয়েছিল।

আপত্তির খন্ডন: হ্যাঁ! এমন একটি সময় ছিল যখন অশুদ্ধ হাদীসের অস্তিত্ব ছিল। তবে মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিরলস প্রচেষ্টায় সেগুলো পৃথক হয়ে যায় যা তোমাদের আপত্তি থেকেই সাব্যস্ত হয়। মুহাদ্দেসীনে কেরাম অশুদ্ধ হাদীসগুলো কর্তন করে শুদ্ধ হাদীস বেচে নিয়েছেন। কেউ কেউ সে সমস্ত হাদীস তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেননি আবার কেউ কেউ করলেও সাথে সাথে বলে দিয়েছেন যে, এটা কোন মর্তবার হাদীস। যেমন- তিরমিযী শরীফের প্রত্যেক হাদীসের সাথে উল্লেখ রয়েছে যে, এটা মজবুত অথবা দুর্বল।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

আবশ্যকীয় মাসআলা:

সর্বশেষ আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা আপনাদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করছি।

১ নম্বর মাসআলা: হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হাদীস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রত্যেক কথা অথবা কাজ যা বর্ণনায় এসেছে। যেগুলোর সকল হাদীস আমলের উপযোগী হতেও পারে নাও হতে পারে। তবে সুন্না রাসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই সব কথা ও কাজ যেগুলোর প্রত্যেকটি উপর আমল করা আবশ্যক। যেমন- নবীজির নয়জন বিবিকে এক সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা, উটে আরোহন করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করা, প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে কাঁধ মোবারকে নিয়ে নামায আদায় করা ইত্যাদি এগুলো হাদীস থেকে সাব্যস্ত তবে তা সুন্নত নয়। আমরা কখনো এগুলোর উপর আমল করতে পারি না।

আর তাইতো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- عليكم بسنتى অর্থাৎ তোমরা আমার সুন্নাতকে আবশ্যক জানো। এ রকম বলেন নি যে, عليكم بحديثى অর্থাৎ আমার হাদীসকে আবশ্যক মনে করো। অতএব, এ পৃথিবীতে কেউ আহলে হাদীস হতেই পারে না।

আর আমরা আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবাণীতে 'আহলে সুন্নাত'। কেননা আহলে হাদীস মানে যারা সকল হাদীসের উপর আমলকারী, আর এটা একেবারে অসম্ভব। তবে আহলে সুন্নাত এর অর্থ হচ্ছে সকল সুন্নাতের উপর আমলকারী আর এটা সম্ভব।

২ নম্বর মাসআলা: যদিও বা আমরা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল সব আদায় করি। কিন্তু আমাদের নাম আহলে ফরয বা আহলে ওয়াজিব নয় আমাদের নাম আহলে সুন্নাত, এ জন্য যে, ফরয, ওয়াজিব আকেল-বালেগ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আমাদের আঁকড়ে ধরে। কিন্তু সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই আলিঙ্গন করে নেয়। যেমনঃ দেখুন! আকিকা করা সুন্নাত, বিয়ে করা সুন্নাত, শিক্ষা দেওয়া সুন্নাত, পানাহার করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, রিযিক তালাশ করা, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, স্ত্রী-সন্তান লালন-পালন করা বরং জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ব ক্ষেত্রেই সুন্নাত। এক কথায় মানব জীবনের আপাদ-মস্তকই সুন্নাত আর সুন্নাত।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই, তিনি যেন আমাদের সকলকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফিক দান করেন। আমিন! বেহুরতে নবীয়্যীল আমিন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

-সমাপ্ত-

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ফখরে আহলে সুন্নাত, হাকীমুল উম্মত, শায়খুত্ তাফসীর ওয়াল হাদীস আল্লামা

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী[রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

বংশ-পরিচিতিঃ হাকীমুল উম্মত মুফাস্সিরে ক্বোরআন মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন 'ইউসুফ যাঈ' বংশীয় পাঠান। তাঁর পূর্বপুরুষদের কিছু সংখ্যক লোক খুব সম্ভব মুঘল শাসনামলে আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তান চলে এসেছিলেন। তাঁর দাদা মরহুম মুনাওয়ার খান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'উজাহানী' (বদায়ূন, হিন্দুস্তান)-এর শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত লোকদের মধ্যে গণ্য হতেন। তিনি সেখানকার পৌরসভার সম্মানিত সদস্যও ছিলেন।

তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ইয়ার, যিনি এক দ্বীনদার ইবাদত-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উজাহানী (বদায়ূন)-এর জামে মসজিদের ইমামত, খেতাবত এবং ব্যবস্থাপনা-সবকিছু নিজের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। তিনি এসব দায়িত্ব নিয়মিতভাবে দীর্ঘ ৪৫ বছর যাবৎ কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই পালন করেছিলেন।

জন্মঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ঔরশে পরপর পাঁচটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। পাঁচ কন্যা-সন্তানের পর মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তা'আলার দরবারে পুত্র সন্তানের জন্য বিশেষ দো'আ করলেন। সাথে সাথে এ মান্নতটিও করেছিলেন, "যদি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে, তবে তাকে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া আলা আ-লিহী ওয়াসাল্লাম-এর রাস্তায় দ্বীনের খিদমতের পরম্পরায় ওয়াক্বফ করে দেবো।" আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযাত ওই দো'আ ক্ববূল করলেন। আর তাঁকে পুত্র সন্তান দান করলেন। তাঁর নাম রাখা হলো- 'আহমদ ইয়ার'। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর মান্নত অনুসারে এ সন্তানকে ইলমে দ্বীন অর্জন ব্যতীত অন্য কোন কাজে নিয়োগ করেননি। এ সন্তানও সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর কর্মজীবনে একথা প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি বাস্তবিকপক্ষেই 'আহমদ ইয়ার' বা 'নবীপ্রেমিক'। সত্যি সত্যি তিনি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল-ই মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাস্তায় ওয়াক্বফকৃত হবার উপযোগী ছিলেন। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র জন্ম ১৩২৪ হিজরীতে।

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ছাত্র জীবনঃ মুফতী সাহেবের ছাত্রজীবনকে পাঁচটি সোপানে বিভক্ত করা যায়ঃ ১. উজাহানী, ২. বদায়ূন শহর, ৩. মীনঢু, ৪. মুরাদাবাদ ও ৫. মীরাঠ।

জন্মস্থান উজাহানীতে তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট ক্বোরআন মজীদ পড়েন। এরপর ফার্সী ভাষার পাঠ্য পুস্তকগুলো, দীনিয়াত এবং 'দরসে নিযামী'র প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবাদিও তাঁর নিকট পড়ে নেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে অতি ছোট বয়সেই তিনি দ্বীনি শিক্ষা লাভের খাতিরে জন্মভূমি থেকে বের হয়ে পড়েন এবং বছরের পর বছর বদায়ূন ও মীন্ডুতে 'দরসে নিযামী'র উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, মীন্ডুর মাদরাসায় দেওবন্দী চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণও পড়াতেন। ইত্যবসরে, তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে মুরাদাবাদের প্রসিদ্ধ বিরাট দ্বীনী প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া নঈমিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা সদরুল আফাযিল মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। সদরুল আফাযিল রহমাতুল্লাহি আলাইহিও এ অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে লুক্কায়িত যোগ্যতা দেখতে পেলেন। তিনি সাথে সাথে মুফতী সাহেবের উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁকে মুরাদাবাদ থেকে ফিরে যেতে দিলেন না।

তখনকার সময়ে কানপুরের আল্লামা মুশতাক আহমদ (মরহুম) ইসলামী যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র এবং অংক শাস্ত্রে যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসেবে গণ্য হতেন। মাওলানা মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাসিক যুক্তিসঙ্গত বেতন ধার্য করে আল্লামা মুশতাক আহমদ সাহেবকে জামেয়া নঈমিয়া, মুরাদাবাদে নিয়ে আসলেন। অতঃপর মুফতী সাহেবের উচ্চ শিক্ষার পরম্পরা শুরু হয়ে গেলো। কিছুদিন পর আল্লামা মুশকাত আহমদ সাহেব মীরাঠ তাশরীফ নিয়ে যান। তখন মুফতী সাহেবও তাঁর একজন বিশেষ শাগরিদ হিসেবে তাঁর সাথে সেখানে চলে গেলেন। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আযাদী আন্দোলনের একজন নামকরা সৈনিক শায়খুল ক্বোরআন মাওলানা আবদুল গফূর হাযারভী (মরহুম)ও কানপুর, মুরাদাবাদ ও মীরাঠে আল্লামা মুশতাক্ব আহমদ সাহেবের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করতে থাকেন।

অনুরূপভাবে, আল্লামা হাযারভী শায়খুত্ তাফসীর মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ওস্তাদ ভাই ছিলেন। মুফতী সাহেব নিজেও বলতেন, "মুরাদাবাদে অবস্থান হচ্ছে আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সদরুল আফাযিল মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ভালোবাসা, স্নেহ, বিশেষ দৃষ্টি এবং কৌশলপূর্ণ ও

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপালন আর প্রশিক্ষণ মুফতী সাহেবের জীবনের উপর গভীর ও চির অম্লানভাবে রেখাপাত করেছিলো।

তাঁর ছাত্র জীবনের দ্বিতীয় সোপান বদায়ূন শহরে অতিবাহিত হয়। সেখানে তিনি এগার বছর বয়সে (অর্থাৎ ১৩৩৫ হিজরি/১৯১৬খ্রীঃ) এসে 'মাদরাসা-ই শামসুল উলুম'-এ ভর্তি হলেন। এ মাদরাসায় তিনি তিন বছর যাবৎ (অর্থাৎ ১৩৩৫ হিজরী থেকে ১৩৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৯১৬ ইং থেকে ১৯৯১ ইং পর্যন্ত) শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এটা ছিলো ওই যুগসন্ধিক্ষণ, যখন 'মাদরাসা-ই শামসুল উলুম' (বদায়ূন)-এ আল্লামা ক্বাদীর বখশ বদায়ূনী শিক্ষক ছিলেন। মুফতী সাহেব তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হন। ওই দিনগুলোতে মুফতী আযীয আহমদ সাহেব বদায়ূনীও ওই মাদরাসায় দরসে নিজামীর শেষ পর্যায়ের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। 'মাদরাসা-এ শামসুল উলূম'-এর যেই কামরায় মুফতী সাহেব স্থান পেয়েছিলেন তাতে আরো বহু ছাত্রও থাকতো। তাই, বেশিরভাগ সময় কামরায় শোরগোল থাকতো, যা মুফতী সাহেবের মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এক রাতে এত বেশি শোরগোল ও হাঙ্গামা হয়েছিলো যে, মুফতী সাহেব মোটেই পরবর্তী দিনের পাঠ তৈরি করতে পারেননি। সকালে আল্লামা ক্বাদীর বখ্শ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ক্লাশে 'নাহ্ভ মীর'-এর সবক পড়ানোর জন্য বসলেন। তখন পূর্ণ মনযোগ ও একাগ্রতা সত্ত্বেও তিনি সেদিনকার সবক একেবারেই বুঝতে পারেননি। সম্মানিত উস্তাদজি সবক পড়াতে পড়াতে সামনে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিলেন। আর মুফতী সাহেব সবকের প্রথমাংশও বুঝতে না পারার কারণে খুবই ইতস্ততঃ বোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কেঁদে ফেললেন। সম্মানিত ওস্তাদ এ সূরতে হাল দেখে বললেন, "আহমদ ইয়ার! এ কি ব্যাপার? নিজের কৃতকর্মের তো চিকিৎসা নেই। পূর্ব-পর্যালোচনা তো করোনি, আর এখন পাঠ বুঝারও চেষ্টা করছো?"

একথা বলে হযরত আল্লামা সবকগুলো পড়ার জন্য ওযূ সহকারে বসার শিক্ষা দিলেন। তিনি সম্মানিত ওস্তাদের ওই অন্তর্দৃষ্টি ও কাশ্ফ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আর মনে মনে স্থির করে নিলেন যে, আগামীতে তিনি ওযূ সহকারেই ক্লাশে বসবেন। তিনি ওস্তাদজিকে গত রাতের সব ঘটনা খুলে বললেন, যা তাঁর পাঠ-পর্যালোচনা করতে না পারার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সাথে সাথে ওস্তাদজি তাঁর জন্য আলাদা কামরায় অপর ভালো ছাত্র আযীয আহ্মদ বদায়ূনীর সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।, ফলে তাঁর সব দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে গেলো। তিনি আযীয আহমদ সাহেবের মতো মেধাবী ছাত্রের সঙ্গ পেয়ে আরো বেশি

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

উপকৃত হলেন। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে লেখাপাড়ায় মনযোগ দিলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। মুফতী আযীয আহমদ বদায়ূনীর বর্ণনামতে, মুফতী আহমদ ইয়ার খান ছাত্র জীবনে নিয়মিত পাঠ-পর্যালোচনায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন। নিয়মিতভাবে দেরীক্ষণ রাত্রি জাগরণ করে পরদিন সরকালের ক্লাশে পাঠ শিক্ষা করতেন। ক্লাশ ছুটির পর সঙ্গীদের নিয়ে ক্লাশে দেয়া সবক পুনরায় পর্যালোচনা করতে বসে যেতেন। কোন বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে সাথে সাথে ওস্তাদের নিকট থেকে তা বুঝে নিতেন। যদি কখনো মুফতী সাহেবের উপস্থাপিত কোন তথ্য ওস্তাদের মতে ভুল প্রমাণিত হতো, তবে সাথীদের নিকট এসে তাঁর ভুল স্বীকার করে নিতেন, আর ওস্তাদের মতটিই বলে দিতেন। আর তিনি বলতেন, "এমতাবস্থায় আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের ভুল স্বীকার করে নিতাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মন-মেজাজে ঠিক হতো না।" মোটকথা, তিনি মাত্র তিন বছর যাবৎ 'মাদরাসা-এ শামসুল উলুম'-এ লেখাপড়া করে সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে বের হয়ে আসলেন। মুফতী আযীয আহমদ সাহেবের বর্ণনামতে, তিনি এ মাদরাসায় 'নুরুল আন্‌ওয়ার'-এর সবক পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

বদায়ূনের পর মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের তৃতীয় পর্যায় মীন্ডু রাজ্যে অতিবাহিত হয়। এখানে রাজ্য প্রধানদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 'দারুল উলূম' (মাদরাসা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এর শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে ভালো অভিমতই পাওয়া যায়। মুফতী আযীয আহমদের বর্ণনানুসারে, এই মাদরাসাটি তখন দেওবন্দী ভাবধারায় পরিচালিত হতো। এ মাদরাসায়ও মুফতী সাহেব তিন/চার বছর লেখাপড়া করেন- ১৩৩৮হিজরী থেকে ১৩৪১ হিজরী পর্যন্ত মোতাবেক ১৯১৯ ইং থেকে ১৯২২ ইং পর্যন্ত। এর ফলে তিনি দেওবন্দী ভাবধারার ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার সাথে আ'লা হযরত ও সদরুল আফাযিলের অধিকতর জ্ঞান-গভীরতার তুলনামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করারও সুযোগ পান। খোদ্ মুফতি সাহেব বলেন, "আমি দেওবন্দী ওস্তাদদের নিকট একটা বিশেষ সময়সীমা পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ পাই। এর ফলে একথা বুঝতে পারলাম যে, শিক্ষাগত গবেষণার ব্যবস্থাটুকু তাদের নিকট আছে বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইত্যবসরে সদরুল আফাযিল মুরাদাবাদী কুদ্দিসা সিররুহুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। তিনি আমাকে 'আ'লা হযরতের লেখা 'আতোয়া-য়াল ক্বাদীর ফী আহ্‌কা-মিত্ তাসভীর' নামক একটি 'রিসালা' (পুস্তক) পাঠ-পর্যালোচনার জন্য

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

দিলেন। তা দেখে আমি যারপর নাই হতবাক হলাম। এই রিসালাটা মীন্ডুতে শিক্ষার্জনকালীন সময় থেকে আমার উপর প্রভাব ফেলে এসেছে।"

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেবের সম্মানিত পিতা মাযহাব ও আক্বীদার ক্ষেত্রে কট্টর সুন্নী-হানাফী ছিলেন। তাই, তাঁর ছেলে (মুফতী সাহেব) মীন্ডুর উক্ত মাদরাসায় পড়ুক তা তার নিকট অপছন্দনীয় ঠেকলো। একদা মুফতী সাহেব বার্ষিক ছুটিতে বাড়ীতে আসলেন। তখন তিনি তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারলেন। মুফতী সাহেবের এক চাচাত ভাই মুরাদাবাদ চাকুরী করতেন। তিনি কিছুদিন বাড়ীতে থাকার পর মুরাদাবাদ চলে যাচ্ছিলেন। তিনি মুফতী সাহেবকে জোর দিয়ে বললেন, "আমার সাথে চলো। মুরাদাবাদে মাওলানা মুরাদাবাদীর সাথে সাক্ষাত করো।" সুতরাং তিনি তাঁর সাথে মুরাদাবাদ পৌঁছলেন। সেখানে হযরত সদরুল আফাযিলের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সদরুল আফাযিল তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তিনি সেগুলোর সঠিক উত্তর দিলেন। মুফতী সাহেবও এরপর সদরুল আফাযিলের নিকট কয়েকটা বিষয়ে জানতে চাইলেন। তিনি সদরুল আফাযিলের নিকট সেসব বিষয়ের তৃপ্তিদায়ক জবাব পেলেন। সুতরাং একদিকে মুফতী সাহেব (মুরাদাবাদে) তাঁর সামনে ইলম ও হিকমত বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র ঢেউ খেলতে দেখতে পেলেন, অন্যদিকে সদরুল আফাযিলও সম্ভাবনাময় মেধাবী শিক্ষার্থীর পূর্ণ যোগ্যতা মুফতী সাহেবের মধ্যে দেখতে পেলেন। অতঃপর সদরুল আফাযিরল বললেন, "ভাই, মাওলানা! জ্ঞানের সাথে জ্ঞানের মাধুর্যও যদি অনুভব করা যায়, তবে স্থিরতা দান করা হয় এবং 'বক্ষ-প্রশস্ততা'রূপী অমূল্য ধন পাওয়া যায়।" মুফতী সাহেব আরয করলেন, "জ্ঞানের মাধুর্য বলতে কি বুঝায়?" হযরত বললেন, "জ্ঞানের মাধুর্য হুযূর আলায়হিস্ সালামের পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্ক ক্বায়েম রাখলেই হাসিল হতে পারে। শব্দাবলীর মাধ্যমে বর্ণনা করা যায় না।" এই কথোপকথন মুফতী সাহেবের হৃদয়ে গভীর ও অবিস্মরণীয়ভাবে রেখাপাত করেছিলো।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব উল্লিখিত সাক্ষাতের পর 'জামেয়া নঈমিয়া' মুরাদাবাদে ভর্তি হয়ে গেলেন। সদরুল আফাযিল মুফতী সাহেবের চাহিদানুসারে যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের পাঠ দান আরম্ভ করলেন। কিন্তু হযরত মুরাদাবাদীর অতি ব্যস্ততার কারণে পাঠদান অনিয়মিত হতে লাগলো। ফলে, মুফতী সাহেব অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। একদিন তিনি মুরাদাবাদ থেকে বের হয়ে গেলেন। সদরুল আফাযিল তা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ফিরে আসলে তাঁকে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হলো যে, ভবিষ্যতে যাতে

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

তাঁর পাঠ গ্রহণে অনিয়ম না হয় সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি ইসলামী দর্শনের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও বহু উচ্চ পর্যায়ের ওস্তাদ আল্লামা মুশতাক আহমদ কানপুরীর নিকট 'জামেয়া নঈমিয়া'য় অধ্যাপনার পদ অলঙ্কৃত করার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। প্রস্তাব পেয়ে আল্লামা কানপুরী তা গ্রহণ করতে এ শর্তে রাজী হলেন যে, তখন তাঁর নিকট পড়ুয়া সকল ছাত্রকেও 'জামেযা নঈমীয়া'য় ভর্তি এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। সদরুল আফাযিল ওই শর্তটি মেনে নিলেন। অতঃপর আল্লামা কানপুরী 'জামেয়া নঈমিয়া' মুরাদাবাদে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। মুফতী সাহেবের বর্ণনামতে, আল্লামা কানপুরীর তখন মাসিক বেতন ধার্য হয়েছিলো ৮০ রুপিয়া।

তখন থেকে মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের আরেক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। একদিকে ওস্তাদ চিলেন যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা ও বরেণ্য ইমাম, অন্যদিকে ছাত্র ছিলেন অনন্য মেধাবী ও শিক্ষার প্রতি অসাধারণ আগ্রহী। একদিকে ওস্তাদের একথা জানা ছিলো যে, ইনি হলেন এমনই এক ছাত্র, যাঁর জন্যই তাঁকে সুদূর কানপুর থেকে আনা হয়েছে, অন্যদিকে ছাত্রেরও একথা ভালোভাবে জানা ছিলো যে, এ আল্লামা-ই যমান ওস্তাদকে বিশেষ খরে তাঁকে পড়ানোর জন্য এখানে আনা হয়েছে। কয়েক বছর পর আল্লামা মুশতাক আহমদ কানপুরীর কয়েকটি অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্তভাবে মীরাঠ চলে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়লো। তিনি সদরুল আফাযিলকে একথা বলে তাতে তাঁর অনুমতি লাভ করলেন যে, তিনি তাঁর এ প্রিয় ছাত্র 'আহমদ ইয়ার খান'কেও সাথে মীরাঠ নিয়ে যাবেন। সদরুল আফাযিলের অনুমতি পেয়ে জ্ঞানের এই অনন্য কাফেলা মুরাদাবাদ থেকে মীরাঠের দিকে রওনা হয়ে গেলো।

উল্লেখ্য যে, কানপুর, মুরাদাবাদ ও মীরাঠে শায়খুল ক্বোরআন, আবুল হাক্বাইক্ব আল্লামা আবদুল গফূর হাযারভী ও আল্লামা মুশ্‌তাক্ব আহমদের ছাত্র ছিলেন।

মীরাঠে মুফতী সাহেব কমবেশী তিন বছর যাবৎ লেখাপড়া করেন। এটা ছিলো তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায়ে। সর্বমোট, বিশ বছরে তিনি লেখাপড়া শেষ করলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর চাচাত ভাই জনাব আযীয খান মরহুম এক ঐতিহাসিক পঙক্তি রচনা করেছেন, যাতে তিনি মুফতী সাহেবের ছাত্র জীবনের শেষবর্ষে (১৩৪৪হিজরী/১৯২৫ ইংরেজী) আয়াত- لقد فاز فوزًا عظيمًا থেকে বের করেছেনঃ

چو احمد کہ با یارہ وخان است منضم — بہ نوک زباں گوہر سال سفتم
شدہ فارغ از علم دیں شکر حق — بگفتم لقد فاز فوزًا عظیمًا

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

ছাত্র জীবনের এ শেষ পর্যায়টি মুফতী সাহেবের জীবনের উপর অম্লান নক্বশা এঁকে দিয়েছে। ইসলামী দর্শন দক্ষতা আল্লামা মুশ্‌তাক আহমদ কানফুরী থেকে পেয়েছেন। দ্বীনী শিক্ষার সাথে সবিনয় সম্পৃক্ততা এবং সত্য ও নিষ্কলুষ ধর্ম ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অসাধারণ ভালোবাসার মতো উভয় জাহানের অমূল্য সম্পদ হযরত সদরুল আফাযিলের নিকট থেকে লাভ করেছেন। হযরত সদরুল আফাযিল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুফতি সাহেবকে কিছুটা পাঠদান করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি ও (হাদীসে পাকের অমীয় ভাষায়) 'মু'মিনসূলভ অন্তর্দৃষ্ট' মুফতি সাহেবের সমগ্র ব্যক্তিত্বে সুন্দর পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মুফতী সাহেব এ প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, "আমার নিকট যা কিছু আছে সবই সদরুল আফাযিল দান করেছেন।" তিনি সদরুল আফাযিল মাওলানা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদীর নামের সাথে সম্পৃক্ত করে আপন নামের সাথে 'নঈমী' লিখতেন। মুফতী সাহেবকে হাদীস শরীফ বর্ণনা করার অনুমতি ও সনদ প্রদান করেছেন- খোদ্ সদরুল আফাযিল সাইয়্যেদ মাওলানা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী কুদ্দিসা সিররুহু। পরবর্তীতে মুফতী সাহেব তাঁর ছাত্রদেরকে এ সনদই প্রদান করতেন।

আ'লা হযরতের সাথে সাক্ষাৎঃ বদায়ূনে অধ্যয়নকালে মুফতী সাহেব আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর পবিত্র দরবারে হাযির হবার জন্য বেরিলী শরীফ তাশরীফ নিয়ে যান। খোদ্ মুফতী সাহেব বলেন, "মাত্র ১০/১২ বছর বয়সে আমি আ'লা হযরতের দীদারের জন্য বেরিলী শরীফে হাযির হয়েছিলাম। তখন ২৭ শে রজব নিকটবর্তী ছিলো। তাই, আ'লা হযরতের দরবারে মি'রাজ শরীফ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছিলো। সুতরাং এ ব্যস্ততার কারণে শুধু একটিবার মাত্র মজলিসে হাযির হবার সুযোগ হয়, যাতে আ'লা হযরতের দীদার বা সাক্ষাতের সৌভাগ্য নসীব হয়েছিলো। সর্বোপরি, আ'লা হযরতের প্রতি পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধাই আমার যিন্দেগীর বড় মূল্যবান মূলধন হয়ে রয়েছে।"

লেখনীঃ ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর পর মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের জন্য অতি গৌরবোজ্জ্বল লেখক। যদি একথা বলা হয় যে, আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর পর মুফতী সাহেব সর্বাপেক্ষা বড় লেখক, তবে তাও মোটেই অত্যুক্তি হবে না। আ'লা হযরত ফাযিলে বেরলভীর দ্বীনী লিটারেচারের মান হচ্ছে 'আলিমানা ও মুহাক্বক্বিক্বা-না' (অর্থাৎ গভীর জ্ঞান ও গবেষণার

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

দৃষ্টিকোণ থেকে বহু উঁচু) তিনি বিশেষ করে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মানসদেশককে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে নিজের লেখনীগুলোতে উচ্চ শিক্ষাগত মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আলিম সমাজ ও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জাগরণের জন্য একান্ত জরুরী ও বুনিয়াদী দ্বীনী বই-পুস্তকগুলো আ'লা হযরতের কলম থেকে বের হয়েছিলো। এরপর প্রয়োজন ছিলো সরল-সহজ ও সাদাসিধে হৃদয়গুলোকে প্রভাবিত করার মতো লেখনীর। সুতরাং এ অঙ্গনে মুফতী সাহেব তাঁর মহান মসি দ্বারা এমনই প্রজ্ঞা দেখিয়েছেন এবং তিনি এমন সব যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। মুফতী সাহেব ক্বেবলা নিজেই বলেছেন, "আমি যখন লিখতে বসি, তখন একথা সামনে রাখি যে, আমি ছোট ছেলে-মেয়ে, মহিলা এবং গ্রাম ও মরুভূমির অল্পশিক্ষিত লোকদেরকেই সম্বোধন করছি। তাফসীর লিখতে বসার সময়ও উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, ক্বোরআন করীমের এমনই সহজ-সরল তাফসীর লেখা হোক, যা দ্বারা কুরআন-ই হাকীমের কঠিন মাসআলা-মাসাইলও সহজে বুঝা যায়।" তিনি 'তাফসীর-ই নঈমী'র ভূমিকায় আরো লিখেছেন, "খুব চেষ্টা করা হলো যেন ভাষা সহজ হয় এবং কঠিন মাসআলাগুলোও বুঝা যায়।" বস্তুতঃ এ সরলতা ও সহজবোধ্যতা শুধু 'তাফসীর-ই নঈমী'র বৈশিষ্ট্য নয় বরং তাঁর সমস্ত লেখনীতেই এমন ধরন ও বর্ণনাভঙ্গি বিদ্যমান। মুফতী সাহেব চূড়ান্ত পর্যায়ের জটিল বিষয়বস্তুকেও অতি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে দেন। তিনি উচ্চ শিক্ষাগত মানদণ্ড ও জ্ঞান-গবেষণার উচ্চ মান বজায় রাখার পরিবর্তে নিজের লেখনী ও বর্ণনা উভয়টিকে বিশেষ ও সাধারণ উভয় ধরনের লোকদের একেবারে নিকটে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এটা ছিলো যে, অল্পশিক্ষিত মানুষও তাঁর বর্ণনা বুঝতে সক্ষম হোক! তিনি ইলমে 'তাসাওফ' ও 'মা'রিফাত'-এর গূঢ় রহস্য ও ইঙ্গিতগুলোর সুতীক্ষ্ম মাহাত্ম্যকে পর্যন্ত এক বিশেষ শ্রেণীর 'ইজারাদারী' থেকে বের করে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করে দেন। এর একটি উদাহরণ দেখুন- সূরা বাক্বারার আয়াত-

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة او اشد
قسوة وان من الحجارة لما يتفجر من الانهار

তরজমা: "অতঃপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। কাজেই, তারা পাথরগুলোর মতোই, বরং সেগুলোর চেয়েও কঠিন আর পাথরগুলোর মধ্যে কিছু এমনও রয়েছে, যেগুলো থেকে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়।"

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

মুফসী সাহেব উপরোল্লিখিত আয়াতের সুফীসুলভ তাফসীরে লিখেছেন, "প্রত্যেক হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর ভয় ও সৃষ্টির প্রতি স্নেহ-মমতার পানি মওজূদ রয়েছে। গুনাহ্ ও বে-দ্বীনদের সঙ্গ হচ্ছে- ওই মানব হৃদয়কে শুকিয়ে দেয় এমন রোদের মতো। যখন মানুষ গুনাহয় লিপ্ত হয়ে যায়, তখন ধীরে ধীরে এ দু'প্রকারের পানি শুকে যায়, যার ফলে তার হৃদয় শুষ্ক কঙ্কর ও পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়।"

মুফতী সাহেব বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও সহজভাবে বর্ণনা করার জন্য দৈনন্দিন জীবনের বহু উদাহরণ চয়ন করে নিতেন। তিনি তাঁর লেখনীগুলোতে বিশেষ শ্রেণীর ও সাধারণ মানুষের এতোই নিকটবর্তী হয়ে যেতেন যে, তাঁর ও পাঠকদের মধ্যখানে কোন অন্তরাল বা দূরত্বই অবশিষ্ট থাকে না। মুফতী সাহেবের জ্যোর্তিময় অন্তর্দৃষ্টি নিজের অনুসৃত আদর্শের বই-পুস্তকের সংখ্যার নগণ্যতাটুকুও দেখে নিয়েছিলো। কারণ, আমাদের আদর্শ-ভিত্তিক তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যাবলী খুব কমই লেখা হয়েছে। বিগত অর্ধ শতাব্দি থেকে 'তাফসীর-ই ক্বোরআন'-এর পরম্পরায় আ'লা হযরতের 'তরজমা ও সদরুল আফাযিলের 'তাফসীরী হাশিয়াগুলো' (পার্শ্ব ও পাদটীকারূপী তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান')-কেই যথেষ্ট বলে মনে করা হতো। মুফতী সাহেব প্রায়শই বলতেন, "আহা! আমি যদি আ'লা হযরতের নিকট থাকতে পারতাম, তবে তাঁর খিদমতে আরয করতাম, "ক্বোরআন-ই করীম-এর তাফসীরও আপনার কলম থেকে বের হওয়া দরকার।" উল্লেখ্য যে, মুফতী সাহেব ক্বেবলাই সদরুল আফাযিলকে 'তাফসীর-ই খাযাইনুল ইরফান' লেখার জন্য বারংবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সদরুল আফাযিল অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে বিস্তারিত তাফসীরের কাজে হাত দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত মুফতী সাহেব আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং সরকার-ই মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহানী ফয়যের বদৌলতে এ মহান কাজ সমাধা করেন। সুতরাং তিনি 'তাফসীর-ই নঈমী' লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথম ১১ পারার উপর উর্দু ভাষায় ১১টি বিরাটাকার খণ্ড লিখে ফেললেন। এ 'তাফসীর-ই নঈমী' অসাধারণ জনপ্রিয় হলো। সহস্রকোটি মানুষের জন্য ক্বোরআন বুঝার দ্বার খুলে গেলো। এ বিষয়েও (অর্থাৎ ক্বোরআন বুঝা) তিনি একটি কিতাব 'ইলমুল ক্বোরআন' লিখেছেন।

'তাফসীর-ই নঈমী' ছাড়াও তিনি 'তরজমা কানযুল ঈমান'-এর উপর বিস্তারিত 'হাশিয়া' (তাফসীর) লিখেছেন, যা 'তাফসীর-ই নূরুল ইরফান' নামেই আপনার

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

সম্মুখে উপস্থাপিত। এ গ্রন্থটি সারল্য ও সহজবোধ্যতার কারণে গ্রহণযোগ্যতার একেবারে শীর্ষে পৌঁছেছে।

তিনি সহীহ্ বোখারী শরীফের উপরও আরবী 'হাশিয়া' (টীকা) সংযোজন করেছেন, যার নাম 'ইনশিরাহ্-ই বোখারী' প্রকাশ 'নঈমুল বারী'। এ কিতাবটিও এখন মুদ্রণের জন্য যন্ত্রস্থ রয়েছে। হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মিশকাতুল মাসাবীহ'-এর উর্দু অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা, আট খণ্ডে সমাপ্ত বিরাটাকার গ্রন্থ 'মিরআ-তুল মানাজীহ্' হযরত মুফতী সাহেবেরই আরেকটি অম্লান অবদান। তাঁর অন্যান্য লেখনীর মধ্যে 'ইলমুল মীরাস', 'জা-আল হক্ব', 'শানে হাবীবুর রহমান', 'ইসলামী যিন্দেগী', 'রহমতে খোদা ব-ওসীলা-ই আউলিয়া', 'মু'আল্লিম-ই তাক্বরীর', 'মাওয়াইয-ই নঈমিয়া', 'সফরনামা-ই হিজায ও ক্বিবলাতাঈন' (হজ্ব ও যিয়ারত), 'হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া পর এক নযর', 'ফাত্ওয়া-ই নঈমিয়া' 'রসাইলে নঈমিয়া' এবং খোৎবারাজির সমষ্টি 'খোৎবাত-ই নঈমিয়া'ও বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত কিতাবগুলো দ্বীনী ইলম ও ধর্মীয় সভা-মজলিসসমূহে অত্যন্ত আগ্রহ, ভালোবাসা ও ভক্তি সহকারে পড়া হয়। মুফতী সাহেবের সমস্ত কিতাবের প্রকাশনার মহান কাজটি তাঁর স্নেহের দৌহিত্র সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ খান ও মুফতী ওলী শওক্ব ধারাবাহিকভাবে অতি পরিশ্রম ও আগ্রহ সহকারে চালিয়ে আসছেন। সর্বদা তাঁদের ইচ্ছাও এটাই রয়েছে যেন মুফতী সাহেবের এই অতি জনপ্রিয় কিতাবগুলো উন্নত থেকে উন্নততর আঙ্গিকে পাঠক সমাজের নিকট নিয়মিতভাবে পেশ করা হয়। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, তাঁরা সফলতার সাথে তাঁদের এ মহান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষাদান ও শিক্ষকতাঃ মুফতী সাহেব বিদ্যার্জন শেষ করা মাত্রই বিভিন্নস্থানে শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালনে আত্মনিয়োগ করলেন। হযরত সদরুল আফাযিল তাঁকে 'জামেয়া নঈমিয়া মুরাদাবাদ'-এর শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনিও নিজেকে একজন 'উপযুক্ত শিক্ষক' হিসেবে প্রমাণ করে দিলেন। মুরাদাবাদে শিক্ষক থাকাকালে ধূরাজীর কাঠিয়াওয়ারে প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা-ই মিসকীনিয়া'র পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সদরুল আফাযিলের দরবারে ধূরাজীতে এমন একজন বহুগুণে গুণী ও উঁচু মানের আলিমে দ্বীন পাঠানোর জন্য দরখাস্ত করা হলো, যিনি শিক্ষাদান, ফাত্ওয়া ও খোৎবা প্রদানসহ যাবতীয় ধর্মীয়

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম হন। সদরুল আফাযিল মুফতী সাহেবকে ধূরাজী চলে যাবার হিদায়ত করলেন। মুফতী সাহেবও তাই করলেন। 'মাদরাসা-ই মিসকীনিয়া', ধূরাজীতে, বাহ্যিকভাবে দেখতে কমবয়স্ক মুফতী সাহেব মাদরাসা ব্যবস্থাপকদেরকে তাঁর জ্ঞানগত পূর্ণতা ও মহাগুণীজনসূলভ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একেবারে হতবাক করে দিয়েছিলেন। তখনই তাঁরা বলে উঠলেন, "সদরুল আফাযিল" তো আমাদের নিকট 'বাহরুল উলূম' (জ্ঞান-সমুদ্র) পাঠিয়েছেন।" কিছুদিন পর শিক্ষাদানের খাতিরেই মুফতী সাহেব পুনরায় 'জামেয়া নঈমিয়া', মুরাদাবাদে তাশরীফ নিয়ে আসেন। মুরাদাবাদ থেকে তাঁকে ভক্কি শরীফ, জিলা, গুজরাত (পাকিস্তান)-এর সাইয়্যেদ জালাল উদ্দীন শাহ্ সাহেবের 'দারুল উলূম'-এ প্রেরণ করা হলো। এখানে তাঁর মন বসলো না। তাই তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্য লাহোর আসলেন। তখনকার দিনে সাহেবযাদা সাইয়্যেদ মাহ্মূদ শাহ্ সাহেব (পীর বেলায়ত শাহ্ সাহেবের পুত্র) 'হিয্বুল আহ্নাফ', লাহোরে শিক্ষার্জন করছিলেন। তিনি সাইয়্যেদ আবুল বরকাত সাহেবের মাধ্যমে মুফতী সাহেবের খিদমতে দরখাস্ত করলেন যেন তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে না গিয়ে গুজরাতের 'আঞ্জুমানে খোদ্দামুস্ সূফিয়াহ'র 'দারুল উলূম'-এ শিক্ষাদানের মহান দায়িত্বটি গ্রহণ করেন। কারণ, সেখানে একজন দক্ষ আলিমে দ্বীনের প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং গুজরাতবাসীদের সৌভাগ্য যে, মুফতী সাহেব তাতে রাজী হয়ে যান। অতঃপর তিনিও গুজরাতের এবং গুজরাতও তাঁর হয়ে রয়ে গেলেন।

উপরিল্লিখিত দারুল উলূমে তিনি অন্ততঃ ১২/১৩ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। গুজরাতেই তিনি 'মসজিদ-ই গাউসিয়া' (চক, পাকিস্তান)-এ নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর ক্বোরআন মজীদের শিক্ষা দিতে থাকেন। দীর্ঘ ১৯/২০ বছরের প্রথমবারের মতো গোটা ক্বোরআন মজীদের শিক্ষা দেওয়া হলো। অতঃপর দ্বিতীয় বার আরম্ভ করা হলো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলূম গাউসিয়া নঈমিয়া'ও দীর্ঘকাল যাবৎ গুজরাতে ইলমে দ্বীনের আলো ছড়াতে থাকে।

ব্যক্তিত্বঃ মুফতী সাহেবের ব্যক্তিত্বের অনন্য দিক এটাই ছিলো যে, তিনি সময়ের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিতেন। আর নিজ কার্যাবলীতে সময়ের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। প্রতিটি কাজ খুবই সুন্দরভাবে নিজের নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে নিতেন। এমনকি, তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলো সম্পন্ন হতে দেখে মানুষ সময় নির্ণয় করে নিতে পারতেন। সব সময় সঠিক সময়ে মসজিদে তাশরীফ

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

নিয়ে যেতেন। বলাবাহুল্য, তিনি ওই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শরীয়ত যাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। নামায, ক্বোরআন তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ এবং হজ্ব ও যিয়ারতের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিলো। তিনি কয়েকবার হজ্ব করেছিলেন এবং যিয়ারতের জন্য তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি সফররত থাকাকালেও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করতেন। মোটকথা, তাঁর ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করার জন্য এই কয়েকটা পৃষ্ঠা অতি নগণ্যই।

হৃদয় বিদারক ওফাতঃ ৩ রা রমযানুল মুবারক, ১৩৯১ হিজরী মোতাবেক ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১ ইংরেজি মুফতী সাহেব কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পর আপন প্রকৃত স্রষ্টার সাথে মিলিত হন। তাঁর ইন্তেকালের কারণে ইসলামী বিশ্ব এক অতি উঁচু মানের দ্বীনী ব্যক্তিত্ব ও গৌরবময় লেখককে হারালো বটে, কিন্তু তাঁর জ্যোতিষ্মান প্রদীপ সব সময় আলো বিকিরিত করতে থাকবে। তাঁর ওরস প্রতি বছর ২৪ ও ২৫ অক্টোবর তারই মাযার শরীফে, মুফতী আহমদ ইয়ার খান রোড, চক পাকিস্তান, গুজরাতে, অতি জাঁকজমক ও পূর্ণ ভক্তি সহকারে শরীয়তের আলোকে অনুষ্ঠিত হয়। *[কানযুল ঈমান থেকে সংকলিত]*

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in

visit: www.YaNabi.in